ভোটার তালিকা নিয়ে জটিলতার অবসান: কার কী করণীয়?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (জুন ২৬, ২০০৬)

গত ২৩ মে, ২০০৬ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের আপীল বাতিল করার পর কমিশন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহকারী না পাঠিয়ে রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের মাধ্যমে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। বিরোধী দল এবং অনেক আইন ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ কমিশনের এ উদ্যোগকে আইন ও আদালতের রায়ের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সম্প্রতি সরকারি দলের সিনিয়র নেতারাও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের খাতিরে কমিশনকে ভোটারদের বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু কমিশন নিজ সিদ্ধান্তে অনঢ় রয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে, আদালতের রায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুরো বিষয়টি নিয়েই এখন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে যার অবসান অত্যন্ত জরুরি।

নির্বাচন কমিশন আদালতের আদেশ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করছেন কিনা তা অনুধাবন করার জন্য ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আইনি বিধানের আলোকে রায়টি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আরো আবশ্যক ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা। একইসাথে ভোটার তালিকা প্রণয়নে কমিশনের সিদ্ধান্তের পটভূমি জানা দরকার। তা হলেই জটিলতা অবসানে সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

জটিলতার পটভূমি

গত বছর মে মাসে বিচারপতি এমএ আজিজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির পর বলেন যে, *ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২* অনুযায়ী কমিশনের নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কোন এখতিয়ার নেই – এর জন্য প্রয়োজন হবে আইনের সংশোধন। কিন্তু ৬ আগস্ট ২০০৫ তারিখে কমিশন এক সভায় ভোটার তালিকা নতুন করে প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে সভার কার্যবিবরণীতে নতুন তালিকা প্রণয়নের লক্ষে উল্লেখিত যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "২০০০ সালে ভোটার তালিকা প্রণয়নের পর বিভিন্ন নির্বাচন উপলক্ষে কয়েকবার ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। তবে উক্ত হালনাগাদ কার্যক্রম উপলক্ষে ভোটার তালিকায় কর্তন সংশোধন ব্যতীত শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম বেশি হয়েছে, অর্থাৎ ভোটার তালিকা সংশোধন ব্যতীত শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রমই পেশ হয়েছে ... কিছু কিছু স্থানে নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোট গ্রহণের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, কর্তন ও সংশোধন সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ ছিল যা তাৎক্ষনিকভাবে নিস্পত্তি করা যায় নি। বিশেষ করে কর্তনের বিষয়টি জটিল প্রক্রিয়া বলে এ ধরনের অনেক অভিযোগ নিস্পত্তি করা যায় নি। ফলে কিছু কিছু জায়গায় দ্বৈত ভোটার হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করা প্রয়োজন।"

কমিশনের ৬ আগস্টের সিদ্ধান্তের পরপরই অন্য দুই কমিশনার জনাব এমএম মুনসেফ আলী ও জনাব একে মোহাম্মদ আলী প্রকাশ্যভাবে দাবি করেন যে, তাদের বিরোধিতার মুখে সিইসি এককভাবেই ভোটার তালিকা নতুন করে প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আইন ও দেশ-বিদেশের আদালতের রায় বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, নির্বাচন কমিশন একটি যৌথ সত্ত্বা এবং সিইসি কিংবা কোন কমিশনার এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। এমনি প্রেক্ষাপটে গত ডিসেম্বর মাসে জনাব আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট রহমত আলী এমপি, জনাব আব্দুল জলিল এমপি ও জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি সিইসি কর্তৃক এককভাবে ও নতুন করে ভোটার তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দু'টি রিট দায়ের করেন।

আদালতের রায়

গত ৪ জানুয়ারি হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনের নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিপক্ষে রায় দেন, যদিও আদালতের মতে এটি ছিল যৌথ সিদ্ধান্ত। আদালত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন যে, ২০০০ সালে প্রণীত বিদ্যমান ভোটার তালিকাকে প্রধান ভিত্তি ধরে আগামী সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশনকে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। যদি কোন ডাটাবেইজ থেকে থাকে তাহলে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। আর যদি না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে বিতর্ক এড়ানো এবং ব্যয় ও শ্রম বাঁচানোর লক্ষ্যে তা তৈরি করতে হবে। আদালত আরো নির্দেশ দেন যে, যে সকল ব্যক্তির নাম ২০০০ সালের বিদ্যমান ভোটার তালিকায় রয়েছে তাদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র মৃত অথবা অপ্রকৃতস্থ বলে ঘোষিত হয়েছে অথবা কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তিদেরই নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া যাবে।

নির্বাচন কমিশন এ সকল নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন এবং একই সাথে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রাখেন, যদিও সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের ওপর কোন স্থগিতাদেশ প্রদান করেন নি। গত ২৩ মে সুপ্রীম কোর্ট কমিশনের আপীল খারিজ করে দেন এবং সামান্য পরিবর্তনসহ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন। বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী সুপ্রীম কোর্টের মূল রায়টি লিখেন, যার সাথে প্রধান বিচারপতিসহ অন্য চারজন বিচারপতি ঐকমত্য পোষণ করেন। রায়ে বলা হয় যে, *ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২* অনুযায়ী, ভোটার তালিকা শুদ্ধ ও সংশোধন করার বাইরে সারা দেশের জন্য নতুন করে তালিকা প্রণয়নের এখতিয়ার বর্তমানে কমিশনের নেই। বিদ্যমান ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেয়া বা কর্তনের জন্য আদালত সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে *অধ্যাদেশ*-এর অধীনে প্রণীত ২০ বিধির উপ-বিধি ৩ ও ৪ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়।

অধ্যাদেশ-এর ২০ বিধি ভোটার তালিকায় চলমান "হালকাধরনের" সংশোধন ও শুদ্ধ করা সম্পর্কিত। উক্ত বিধির ৩ উপ-বিধি অনুযায়ী, বিদ্যমান ভোটার তালিকায় ক্লারিকাল, মুদ্রণ ও অন্য কোন ভুল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নজরে আসলে, তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদানের পর নিজের থেকে ভুল সংশোধন করতে পারবেন। উপ-বিধি ৪ অনুযায়ী, মৃত কিংবা ভোটার হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে অথবা নাগরিকত্ব হারিয়েছে এমন কোন ব্যক্তি যদি ভোটার তালিকায় রয়েছে বলে রেজিস্ট্রেশন অফিসারের কাছে প্রতীয়মান হয়, তিনি নোটিশ প্রদান করে যথাযথ তদন্তের পর সংশ্লিষ্ট নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতেও একই প্রক্রিয়ায় নাম বাদ দেয়া যাবে।

নাম বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেও, মূল রায়ে বিদ্যমান ভোটার তালিকায় **নাম অন্তর্ভুক্তি** ও অন্যান্য **পরিবর্তনের** কোন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি। বিচারপতি মোঃ তাফাজ্জুল ইসলাম এ অসম্পূর্ণতা দূর করেন এবং নির্দেশ দেন যে, "নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে

২০০০ সালে প্রণীত বিদ্যমান ভোটার তালিকায় প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করে একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।" এ নির্দেশ মূল রায়ের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ **সংযোজন** এবং প্রধান বিচারপতি জে আর মোদাচ্ছির হোসেন, বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন ও বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন এ সংযোজনের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। ভোটার তালিকা নতুন করে প্রণয়নের পরিবর্তে *অধ্যাদেশে*'র ১১ ধারার ২১ বিধিতে নির্ধারিত "রিভাইজ" করার পদ্ধতি অনুসরণ করেই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা – অর্থাৎ সংযোজনটি বাস্তবায়ন – সম্ভব।

অধ্যাদেশে'র ১১(১) ধারায় বলা হয়েছে: "নির্বাচন কমিশন লিখিত কারণের ভিত্তিতে ভিন্ন সিদ্ধান্ত না নিলে যে কোন নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের (elective body) নির্বাচনের প্রাক্কালে যোগ্যতা নির্ধারণকারী তারিখ (qualifying date) অনুযায়ী নিয়ম মাফিক ভোটার তালিকা রিভাইজ করতে হবে।" অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত, যা লিপিবদ্ধ করতে হবে, বিদ্যমান ভোটার তালিকা রিভাইজ করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বছরের ১ জানুয়ারি যারা ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে তাদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং যারা যোগ্যতা হারিয়েছে তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া নির্বাচন কমিশনের জন্য বাধ্যতামূলক। *অধ্যাদেশে*'র ২১(১) বিধি অনুযায়ী রিভাইজ করার পদ্ধতি হলো: "যে কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকা রিভাইজ করার জন্য সে নির্বাচনী এলাকার বিদ্যমান ভোটার তালিকায় প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন করে ৬ বিধি অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং এরপর যে কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকা প্রথম প্রণয়নের সময়ের মতো ৭ থেকে ১৮ বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে"। অর্থাৎ ভোটার তালিকা প্রথম প্রণয়ন এবং রিভাইজ করার পদক্ষেপগুলোর মধ্যে কোন তফাত নেই।

অন্যভাবে বলতে গেলে, *অধ্যাদেশে*'র ৭(৭) বিধি অনুযায়ী ভোটার তালিকা নতুন করে প্রণয়ন আর রিভাইজ করার নিয়ম একই। উভয় ক্ষেত্রেই *অধ্যাদেশে*'র ৭(১) ধারা অনুযায়ী ভোটারদের বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে **খসড়া ভোটার তালিকা** প্রকাশ এবং পরবর্তীতে ৭(২), ৭(৩), ৭(৪) ও ৭(৫) ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন করে **চূড়ান্ত ভোটার তালিকা**য় পরিণত করতে হয়। দু'টোর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য – রিভাইজ করতে হয় সারাদেশের জন্য, আর নতুন করে প্রণয়ন করতে হয় বিদ্যমান ভোটার তালিকা বাতিলের পর নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য। **তাই সুপ্রীম কোর্টের আদেশ ও আইনের বিধান পুরোপুরি মানতে হলে বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহকারী প্রেরণ ব্যতীত নির্বাচন কমিশনের সামনে বিকল্প কোন পথ নেই**। (বিস্ময়ের বিষয় যে, নির্বাচন কমিশন ও এর বিজ্ঞ কৌসূলীরা ভোটার তালিকা রিভাইজ করার আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহকারী পাঠিয়েছেন – এমন যুক্তি আদালতে উত্থাপন করেন নি।)

কমিশনের সিদ্ধান্তের অযৌক্তিতা

সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১২ জুন, ২০০৬ তারিখে নির্বাচন কমিশন পূর্বে নিয়োগ দেয়া প্রায় ৬৩১৮ রেজিস্ট্রেশন/সহকারি রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে কাজে লাগিয়ে ফরম ২, ৭, ৮ ও ৯ ব্যবহার করে *অধ্যাদেশে*'র ২০ বিধি অনুযায়ী সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন করার মাধ্যমে বিদ্যমান ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ কাজের জন্য কমিশন ৩০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন, যদিও আইনে তা করার সুস্পষ্ট অধিকার তাদেরকে দেয়া নেই। একইসাথে কমিশন বিদ্যমান তালিকায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সহজতর সম্পূরক তালিকা প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার প্রক্রিয়ায় আদালত কর্তৃক বাতিল করা ভোটার তালিকা প্রণয়নে ব্যবহৃত তথ্য ব্যবহারের সিদ্ধান্ত প্রথমে নিলেও, প্রবল সমালোচনার মুখে কমিশন পরবর্তীতে এ থেকে সরে আসেন।

আমাদের বিশ্লেষণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, কমিশনের সিদ্ধান্ত বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরীর দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও, বিচারপতি মোঃ তাফাজ্জুল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন – যার সাথে প্রধান বিচারপতিসহ অন্য দু'জন বিচারপতি ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন – কমিশন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। আরো উপেক্ষা করেছেন *অধ্যাদেশে*'র ১১ ধারা অনুযায়ী রিভিশনের আইনি বাধ্যবাধকতাকে – আইনানুযায়ী কমিশন বিদ্যমান ভোটার তালিকা রিভিশন করবেন না এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আমরা শুনিনি – কমিশন এ ব্যাপারে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলেনও নি। **তাই কমিশনের ১২ জুনের সিদ্ধান্ত আইন এবং আদালতের নির্দেশ দু'টোরই বরখেলাপ**।

আইনের বিধান ও আদালতের নির্দেশের বরখেলাপ হলেও, বিদ্যমান ভোটার তালিকা হালকাভাবে হালনাগাদ করার সিদ্ধান্তটি কমিশনের নিজের জন্য "সুবিধাজনক"। কারণ জেলা/উপজেলা নির্বাচন অফিস ব্যবহার করে রেজিস্ট্রেশন/সহকারি রেজিস্ট্রেশন অফিসারদেরকে কাজে লাগিয়ে অধ্যাদেশের ২০ ধারা অনুযায়ী এ সংশোধন ও শুদ্ধকরার কাজটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পখরচে ও দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কমিশন এরই মধ্যে অহেতুক অনেক অর্থ ও সময় অপচয়ের জন্য প্রবল চাপের মুখে রয়েছে। এজন্যই তাদের এ অনমনীয়তা।

কমিশনের সিদ্ধান্ত নিজেদের জন্য সুবিধাজনক হলেও, এগুলো নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য সহায়ক হবে না, যদিও এটি সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম পূর্বশর্ত। বস্তুত কমিশনের সিদ্ধান্তের বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলা যায়। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের আশঙ্কা যে, এ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান তালিকা থেকে সব ভূয়া ভোটার বাদ দেয়া সম্ভব হবে না এবং অনেক যোগ্য ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে, যদিও সংবিধানের ১১৯ ও ১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল যোগ্য ভোটারকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। কারণ আমাদের বিরাট সংখ্যক নিরক্ষর ও অসচেতন ভোটার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত নির্বাচনী অফিসে এসে কিংবা পৌর ওয়ার্ড/ইউনিয়নে রাখা ফরম ব্যবহার করে নিজেদের নাম সংযোজন ও সংশোধন কিংবা অন্যের ব্যাপারে আপত্তি দেবেন তা আশা করা অবাস্তব – এমন সংস্কৃতি আমাদের দেশে এখনও গড়ে ওঠেনি। এছাড়াও এ প্রক্রিয়ায় স্বার্থন্বেষীদের পক্ষে অতি সহজে তালিকায় ভূয়া ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্যমান তালিকা প্রস্তুতের পর ৬ বছর পার হয়ে গিয়েছে এবং বাতিল করা ভোটার তালিকা অনুযায়ীই প্রায় পৌনে দুই কোটি অতিরিক্ত ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এ ছাড়াও কমিশনের দাবি, বিদ্যমান ভোটার তালিকায় প্রায় ৬৫ লক্ষ ভূয়া ভোটার রয়েছে। সম্পূর্ণ সততার সাথে কাজ করলেও কমিশনের ৬৩১৮ জন রেজিস্ট্রেশন অফিসার দিয়ে মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে এ বিরাট কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা অসম্ভব। এছাড়াও এ কাজে সহযোগী ৩০১ জন সম্প্রতি নিযুক্ত উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাই আমাদের আশংকা যে, কমিশনের পরিকল্পিত হালনাগাদকরণের পরও ভোটার তালিকায় ব্যাপক ভুল-ভ্রান্তি থেকেই যাবে।

আগে নিয়োগ পাওয়া প্রায় ৬৩১৮ জন রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে হালনাগাদ করার কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্তের বিষয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। স্মরণ করা প্রয়োজন যে, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ তাদের রিট আবেদনে এদের নিয়োগের আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আদালত এ ব্যাপারে কিছু বলেন নি। তাই প্রশ্ন থেকে যায় – যে সকল কর্মকর্তাদেরকে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, আদালত কর্তৃক সে তালিকা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর, সে সকল কর্মকর্তাকে নিয়োগের বৈধতা কি আর থাকে?

বিদ্যমান তালিকায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে সম্পূরক তালিকা প্রস্তুতের যৌক্তিকতা এবং আইনগত ভিত্তিও প্রশ্নবিদ্ধ। বিধি ২০(৬) অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন অফিসারের কাছে সংরক্ষিত ভোটার তালিকায়ই পরিবর্তন করতে হবে – সম্পূরক তালিকা তৈরীর কোন অবকাশ নেই। এছাড়াও এ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ভোটার তালিকায় অযোগ্য ও ভূয়া ভোটারের নাম থেকেই যাবে, যা তালিকা ব্যবহারকারীদের জন্য অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করবে। আরো জটিলতার সৃষ্টি হবে পরবর্তী সংশোধনের সময়। এছাড়াও ভোটারদের বয়স পরিবর্তন না করলে বিদ্যমান ভোটার তালিকাকে "শুদ্ধ" তালিকা বলা যাবে না। তদুপরি আদালতের রায়ে ডাটাবেইজ তৈরির নির্দেশ রয়েছে এবং দু'টির পরিবর্তে একটি ডাটাবেইজ থাকা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খানাভিত্তিক ভোটারের নাম তালিকায় একত্রে থাকা বাঞ্চনীয়। অর্থাৎ নারী-পুরুষের নাম একই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং ডাটাবেজ যথাযথভাবে তৈরি করলে প্রয়োজনে অতি সহজেই নারী-পুরুষের তালিকা পৃথক করা যাবে।

উপরিউক্ত বাস্তবতা বিবেচনা করে ও আদালতের রায় যথাযথভাবে অনুসরণ করে, নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহকারী পাঠিয়ে বিদ্যমান ভোটার তালিকা রিভাইজ করার উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনকে এখনই নিতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও অন্যান্য সামাজিক নেতৃত্বকে কাজে লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ও স্বল্প সময়ের মধ্যেই একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অবশ্য ব্যয় সাশ্রয়ের চেয়ে ভোটার তালিকার নির্ভুলতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের খাতিরে ভোটার আইডি কার্ড দেয়ার বিষয়টিও এখন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন, কারণ এ ব্যাপারে আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে ফটো আইডি প্রদান করা এখন অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই তালিকা রিভিশনের সাথে আইডি কার্ডের প্রচলন করাও যুক্তিযুক্ত হবে।

আরেকটি বাস্তব কারণেও কমিশন প্রস্তাবিত হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া সমস্যাসঙ্কুল। এধরনের সংশোধন সফলতার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হতো যদি এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐকমত্য বিরাজ করতো এবং রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মীদের সংগঠিত করে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসতো। কিন্তু আমাদের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতার পরিবর্তে কমিশনের সকল পদক্ষেপ প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর। তাই কমিশন প্রস্তাবিত হালনাগাদ সফলভাবে সম্পাদনের অনুকুল পরিবেশ বর্তমানে দেশে অনুপস্থিত।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছাড়াও আমাদের চিন্তাশীল নাগরিকদের একটি বড় অংশ নির্বাচন কমিশনের কঠোর সমালোচক। অনেকেই আজ মনে করেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশনই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রধান অন্তরায়। কমিশনারদের অতীতের বহু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ এ ধারণার মূল কারণ। উদাহরণস্বরূপ, সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য দেয়া সম্পর্কিত মে ২০০৫ সালের হাইকোর্টের নির্দেশ মানা ঐচ্ছিক (directory), বাধ্যতামূলক (mandatory) নয় – সিইসির এ দাবি আইনগতভাবে ভিত্তিহীন। এ ছাড়াও ভোটার তালিকা সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায় অমান্য করার কারণে আদালত অবমাননার অভিযোগের একটি মামলা বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে। ফলে কমিশন চরমভাবে জনগণের বিশ্বাস ও আস্থাহীনতায় ভুগছে এবং কমিশনকে নিয়ে প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে অত্যন্ত নেতিবাচক সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। বস্তুত কমিশন, বিশেষত আমাদের সিইসি একটি কৌতুকের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতি কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়ক নয়।

কার কী করণীয়

এটি সুস্পষ্ট যে ভোটার তালিকা নিয়ে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা অনতিবিলম্বে নিরসন করতে হবে। সাংবিধানিক সংকট এড়াতে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে এ জটিলতার অবসান অত্যন্ত জরুরি, যাতে একটি নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা দ্রুততার সাথে প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু আমাদের বর্তমান নির্বাচন কমিশন এ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা একটির পর একটি বিতর্ক সৃষ্টি করেই যাচ্ছেন। ফলে কমিশন জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়েছেন। তাই জাতির স্বার্থে এবং নিজেদের আত্মমর্যাদার খাতিরে নির্বাচন কমিশনারদের এখনই পদত্যাগ করা আবশ্যক, যাতে সমঝোতার ভিত্তিতে অতিদ্রুত নতুন কয়েকজন কমিশনার নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। এমনকি সরকারি দলের কোন কোন সিনিয়র নেতাও সিইসির পদত্যাগ দাবি করছেন।

নির্বাচন কমিশনারদের পদত্যাগের দাবি ব্যাপক আকার ধারন করলেও তারা এর প্রতি কর্ণপাত করতে নারাজ বলে মনে হয়। তাই এ দাবিকে আরো উচ্চকণ্ঠ করতে হবে। সচেতন নাগরিকদেরকে আরো সোচ্চার হতে হবে। একইসাথে গণমাধ্যমকেও এ লক্ষে জনমত সৃষ্টিতে এগিয়ে আসতে হবে। তবে সাবধান হতে হবে যে, ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরতে গিয়ে আমরা যেন নির্বাচন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেই। তাই শুধু ভোটার তালিকা নিয়ে জটিলতার অবসানই নয়, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার এবং দলনিরপেক্ষ ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদেরকে ভবিষ্যতে কমিশনে মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারেও গণমাধ্যমকে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের ইঞ্জিন বা চালিকাশক্তি। তাই বর্তমান জটিলতার অবসান ঘটিয়ে একটি নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অবশ্যই তাদেরকে বর্তমান কমিশনাররা যাতে পদত্যাগ করেন সে ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে। একই সাথে পরবর্তীতে যেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে, নতুন কমিশনাররা নিযুক্ত হন – সে ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। আরো উদ্যোগী হতে হবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে কমিশনকে সত্যিকারভাবে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে। বর্তমান সঙ্কট উত্তরণের পর যথাযথ ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্যও তাদের নিজস্ব কর্মীবাহিনীকে সক্রিয় করতে হবে।

কেবলমাত্র সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা ভোটার তালিকা নিয়ে জটিলতার অবসানসহ আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জনকল্যাণমুখী ও অর্থবহ করে তুলতে পারবো।